নামায,কেন ও কিভাবে?

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

কেন নামায পড়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন?	১
নামায-অন্তর আত্মার কান্না	১
নামায-একটি রিমাইন্ডার	৩
নামায-একটি দূর্গ	৪

দ্বিতীয় অংশ

নামাযে আমরা প্রতিনিয়তই মনোযোগ ধরে রাখতে পারিনা,পুর্ণ মনোযোগে নামায আদায়ের জন্য করণীয় কি?	৬
নামোজ মন ফেরানো	৬
পর্ব ১-আল্লাহু আকবার	৬
পর্ব ২-সানা	৭
পর্ব ৩-শুরু	১০
পর্ব ৪- নতুন করে সূরা ফাতিহাকে আবিষ্কার	১১
পর্ব ৫-রুকু ও সিজদাহ	১৬
পর্ব ৬-তাশাহুদ	১৭
পর্ব ৭- রসূল (صلى الله عليه وسلم)এর দরুদ	১৮
পর্ব ৮-একটি দোয়া	২০
পর্ব ৯-দোয়া মাসূরা	২০
পর্ব১০-নামায পরবর্তী দোয়া ও যিকর	২২
উপসংহার	২৫

১ম অংশঃ কেন নামায পড়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন?

প্রথম পর্বঃ

একটি দীর্ঘ ও কর্মব্যস্ত সময় কাটানো একজন ক্লান্ত ব্যক্তির জন্য জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া কতই না কঠিন।নরম ও আরমদায়ক বিছানায় শুয়ে থেকে মুয়াজ্জিনের "নামাজের দিকে এসো, কল্যানের দিকে এসো" ডাকে সাড়া দেয়া কতই না কঠিন।
বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনা একবার তার স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন।একদা ভীষণ ঠান্ডা রাতে তিনি এবং তার গোলাম খোরাসানের একটি সরাইখানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।রাতে তিনি খুব পিপাসা অনুভব করলেন এবং গোলামকে ডাক দিয়ে পানি আনতে বলেন।এই আরমদায়ক বিছানা থেকে উঠে পানি আনতে গোলামের ইচ্ছে হল না,তাই সে ইবনে সিনার ডাক শুনতে পায়নি বলে ভান করল।বেশ কয়েকবার ডাকা ডাকি করলে সে বিছানা থেকে উঠে অবশেষে মুনিবের জন্য পানি নিয়ে আসে।কিছুক্ষণ পর,আযানের মনোরম সুরেলা ধ্বনি বাতাসে গুঞ্জরিত হল। মোয়াজ্জিন আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবান জানাচ্ছেন।ইবনে সিনা মোয়াজ্জিনের কথা ভাবলেন।তিনি ভাবলেন, আমার গোলাম আবদুল্লাহ, সে সব সময় আমার শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।আমাকে খুশি করার জন্য সুযোগ তালাশ করে,কিন্তু আজ রাতে সে আমার প্রয়োজনের চাইতে নিজ আরামের দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছে।অন্যদিকে,এই পারস্য গোলাম,সে আরাম দায়ক উষ্ণ বিছানা ছেড়ে বের হয়েছে।বরফ শীতল ঠান্ডা পানি দিয়ে উযু করেছে এবং মসজিদের উচু মিনারে উঠে তাঁর মালিক ও প্রভু আল্লাহর গুণকীর্তন করছে,তাঁর ইবাদাতের দিকে ডাকছে।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি,আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

.
রাতের ঘটনা ইবনে সিনা লিপিবদ্ধ করেন,"আজ রাতে আমি সত্য ভালোবাসা চিনতে পেরেছি,ওই ভালোবাসা যা সম্পূর্ণ আত্নসমর্পণ ও অনুগত্য থেকে তৈরি হয়।নিশ্চয়ই, আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী হল সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য।"

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর,তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।– (সূরা আলে-ইমরানঃ ৩১)

.
.

নামায- অন্তর আত্নার কান্না

ব্যক্তির অহংকার ও গর্ব তাকে যুলুম ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে।কখনো আত্নগৌরব ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে,ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বর মনে করে বসে।ফিরাউন,মিশরের শাসক সে ছিল এমন একজন ব্যক্তি,যে ঘোষণা করেছিল-

"আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" (সূরা নাযিয়াতঃ ২৪)

সে তার দৃষ্টিতে তার তথাকথিত মহত্ত্ব ও গর্বে অভিভূত হয়ে পড়ে।ফিরাউন বনী ইসরাইল জাতিকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করে এবং তাদের সুন্দর ও স্বাধীন জীবন দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্বিষহ করে তোলে।

.

কিন্তু, একজন ব্যক্তির অহংবোধ তাকে যতটা শক্তিশালী এবং মহান বলে তার নিকট উপস্থাপন করে সত্যিই কি সে ততটা মহৎ ও শক্তিশালী?পবিত্র কুর'আন আমাদেরকে মানুষের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে জানাচ্ছে,

.

"আল্লাহ সেই সত্তা,যিনি তোমাদের সৃষ্টি (শুরু) করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে,দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি,ফের শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ,সর্বশক্তিমান।" (সূরা রূমঃ ৫৪)

.

প্রারম্ভেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম এবং সমাপ্তিতেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম- এটাই হল মানুষের পরিচয়।সে জন্মের সময় এত দুর্বল ও অসহায় থাকে যে,তার পুরো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নির্ভর করে তার বাবা-মা ও পরিবারের উপর।যদি জন্মের প্রথম বছরগুলোতে সে পরিত্যাজ্য হয় তাহলে সে নিজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। শুধু বাল্যকালে নয়,শৈশব এবং কৈশোরকালেও তার একটি যত্নশীল, অমায়িক এবং ভালোবাসার হাতের প্রয়োজন।

.

একসময় শিশু যৌবনে উপনিত হয়,পরনির্ভরতা থেকে বের হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়।সে নিজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিতে শিখে। সে তার শক্ত শরিরের দিকে তাকায়,সে গর্ব ভরে তাকায় তার সুন্দর দেহ কাঠামো এবং প্রতিভার দিকে।সে দুর্বল অক্ষম মানুষদের তুচ্ছজ্ঞান করে,এমনকি তারা পিতা-মাতা ও অভিভাবক যারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তাকে লালন-পালন করেছে,তাদেরকেও অবজ্ঞা করতে শুরু করে। সে অবিবেচক ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠে,সে তার শক্তি ব্যবহার করে অন্যের উপর আধিপত্য কায়েম করে।সে মনে করে,সে এখন মনিব তাই যা ইচ্ছে তা করতে পারবে। কিন্তু,এই যৌবন,এই সুন্দর দেহ কাঠামো ও প্রাণশক্তি কি চিরদিন থাকবে? মাত্র কয়েক দশকেই সে তার কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলবে।তার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হবে,ধীরে ধীরে তার মাথায় সাদা চুল স্থান করে নিবে,তার যৌবন বার্ধক্যের রূপ নিবে। যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যে উপনিত হওয়ার প্রক্রিয়া যদিও খুব ধীরে ধীরে হয় এবং সময় লাগে তবুও বেঁচে থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৃদ্ধ হতে হবে। সময়ের কাঁটা টিক টিক করে নির্দয় ভাবে অবিরত চলতে থাকে,একসময় প্রত্যেক যুবককে বার্ধক্যে নিয়ে যায়। শক্তিশালী যুবক একসময় দুর্বল ও অক্ষম হয়ে যায়,যেমন সে জন্মকালীন সময়ে ছিল,কিন্তু এখন তার কাছে কোনো অভিভাবক বা পিতা মাতা নেই যারা তাকে সাহায্য করবে।মাঝে মাঝে এমনো হতে পারে তার পরিবার তাকে পরিত্যাগ করবে কোনো ঘরের চিপায় তাঁর জীবন ও ভবিষ্যৎ আটকে থাকবে।

.

"প্রারম্ভেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম এবং সমাপ্তিতেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম।" কথা খুব স্পষ্ট; সত্যিকারের প্রভু হলেন আল্লাহ।তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী,তিনিই সবচেয়ে মহান।

একমাত্র তিনিই ক্লান্ত হন না,তাঁর কোনো আরামের প্রয়োজন হয় না,তিনি কারোর উপর নির্ভরশীল নন।

আল্লাহু আকবর- আল্লাহ সবচেয়ে মহান

.

যখন এই বার্তা মানুষের মনে স্পষ্ট ভাবে বুঝে আসে তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে,মহান আল্লাহ -যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন- তার নিকট বিনম্রতা প্রদর্শন করতে হবে এবং বিনম্রতা ও সম্মান দেখানোর এর চেয়ে ভালো কী পদ্ধতি থাকতে পারে যে সে তার প্রভুর সামনে গোলামের মত দাঁড়াবে,তাঁর নিকট মাথা নত করবে এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে;হাত উঠিয়ে তাঁর প্রশংসা করবে।

.

নামাজ বান্দার উপর চাপিয়ে দেয়া কোনো বোঝা নয় বরং এটা হল প্রত্যেক অন্তর আত্মার ক্রন্ধন। যে হৃদয় আল্লাহকে চিনেছে সে হৃদয়ের কান্না।এটা হল আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের জন্য তাঁর নিকট বান্দার খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

.

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে,কেউ আমাদের সাহায্য করলে আমরা হাঁসি মুখে সাহায্যকারীকে ধন্যবাদ জানাই।তাহলে,মহান আল্লাহ যিনি আমাদের প্রত্যেক চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ

করেন তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না?তোমাদের চারপাশে আল্লাহর নিখুঁত ও নির্ভুল সৃষ্টি,সৃষ্টির সৌন্দর্য ও নেয়ামতের দিকে তাকাও এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান প্রতিপালকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

পর্ব-২ঃ

নামায হল একটি রিমাইন্ডার

একবার একজন অমুসলিম প্রশ্ন করেছিল,"আমি বুঝতে পেরেছি ইসলামের প্রথমযুগে মুসলিমদের কেন প্রতিদিন ৫ বার নামায পড়তে হত।সে দিনগুলোতে তাদের তেমন কাজ থাকত না,তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নামাযের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখতেন।কিন্তু আমাদের বর্তমান কর্মব্যস্ত আধুনিক জীবনে মানুষ খুব কম অবসর সময় পায়।তাই এই ব্যস্ততার মাঝে কী করে ৫ বার নামায পড়ার বিধানকে কেউ গ্রহণ করবে?

আমাদের নামাযের প্রথমিক উদ্দেশ্য জানা থাকলে সহজেই উপরের প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেছেনঃ

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤

"অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর" – (সূরা তোয়াহা- ১৪)

.

স্বভাবগত ভাবেই মানুষ বিস্মরণশীল,ভুলো মনের অধিকারী।নামায মানুষকে বার বার তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।যদি নামায ১৪শ বছর আগে ওই সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল,যারা আজকের মত কর্মব্যস্ত জীবনযাপন করত না,তাহলে নামায আজকের কর্ম-কোলাহলময় যুগে বসবাসকারী মানুষের জন্য আরো বেশি জরুরি।
কেননা,আজকের মানুষ শিক্ষা ও কর্মে খুব ব্যস্ত সময় কাটায় এবং যখন একটু অবসর সময় পায় তখন শয়তান বিভিন্ন মন্দ কর্ম,সিনেমা,ভিডিও,টিভি,গেমস,ইন্টারনেট সহ প্রভৃতি বিষয়ের অশ্লীল-বেহায়াপনা-অন্যায়-অবিচারমূলক চিন্তা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে।

.

মানুষ আজ তার কর্মজীবনে এতটাই নিমজ্জিত ও ব্যাতি ব্যস্ত যে তারা আল্লাহ ও পরকালের কথা একদম ভুলেই গেছে।এই যুগে মানুষের অস্তিত্বের বাস্তবতা বুঝা,চিন্তা করা ও স্মরণ করা আরো বেশি প্রয়োজন।আমাদের হাই-টেক আধুনিক জীবনেও নামায ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী যতটা ইসলামের সূচনালগ্নে ছিল।

.

নামায হল শয়তানের বিরুদ্ধে একটি ঢাল স্বরূপ। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"....নিশ্চয় নামায আল ফাহশা (অর্থাৎ প্রত্যেক কবিরা গুনাহ,যিনা,অশ্লীলতা ইত্যাদি) এবং আল মুনকার (অর্থাৎ কুফর,শিরক এবং প্রত্যক শয়তানী কর্ম ইত্যাদি) থেকে বিরত রাখে....." – (সূরা আনকাবুত- ৪৫)

.

নিম্নোক্ত ঘটনায় বিষয়টি আরো সহজে বুঝা যাবে-

একদা মদ্যপান জুয়া ও চুরি-ডাকাতিতে অভ্যস্ত একজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং তাঁর নিকট কিছু উপদেশ চাইলেন যাতে নিজ চরিত্রে পরিবর্তন আনতে পারেন।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব সাধারণ এক উপদেশ দেন; "কখনো মিথ্যা বলবে না"। তারপর তাকে পরের দিন এসে অবস্থা জানাতে বলা হল এবং লোকটি চলে গেলেন।তিনি খুব আনন্দ অনুভব করছিলেন।তার নিকট এই সাধারণ নির্দেশ পালন করা খুব

সহজ মনে হচ্ছিল।বাসায় এসে ব্যক্তিটি গ্লাসে মদ ঢাললেন এবং গ্লাসটি ঠোঁটে লাগালেন,হঠাৎ তার স্মরণ হল যে আগামীকালকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো রিপোর্ট দিতে হবে। তাকে আজকের দিনের সব কাজের কথা জিজ্ঞেস করা হবে এবং যদি তিনি সকল সাহাবাদের সামনে মদ পানের কথা স্বীকার করেন তাহলে তা তার জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর হবে।

আর তিনি যদি মদ পান করার কথা অস্বীকার করেন,তাহলে তা হবে মিথ্যা কথা।তাই তিনি মদের গ্লাস রেখে দেন।একই ঘটনা ঘটে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও।যখন তিনি জুয়ার আসরে বসেন এবং ডাকাতি করতে যান একই চিন্তা তার মাথায় আসে এবং তিনি তা থেকে বিরত থাকেন।এটা ছিল ওই ব্যক্তির নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রথম পদক্ষেপ।এভাবে তিনি দ্রুত নিজের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষন হন।

.

নামাযেরও রয়েছে একই রকম প্রভাব।যদি একজন ব্যক্তির স্মরণে থাকে যে তাকে দিনে ৫ বার মুসল্লায় দাঁড়াতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে,তাহলে তা তাকে শয়তান প্ররোচনা দেয় এমন সকল পাপকর্ম থেকে হিফাজত করবে।

.

অবশ্যই নামাযের মান ভালো হতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হেলায়-ফেলায় অবহেলায় নামায পড়লে তা থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না।একটি দালানের কথা ভাবুন- যার স্থাপনা খুব শক্ত,তৈরি হয়েছে উন্নত কাঁচামাল দিয়ে,রয়েছে চারটি শক্ত দেয়াল ও মজবুত ছাঁদ।এমন দালান যেকোনো বৈরী আবহাওয়ায়,ঝড়-তুফানে টিকে থাকতে সক্ষম।সর্বোপরি ইমারত বানানোর উদ্দেশ্যেই তো হল নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়া।অন্যদিকে যদি ইমারতের ভিত্তি দুর্বল হয়,তাহলে তা এমন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারবে না।
এখন নামাযের কথা ভাবুন।যদি নামায নিয়মিত,যথাযথ সময়ে,কিরাত বুঝে বুঝে,সম্পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে পড়া হয় তাহলে তা মানুষের ঈমানকে মজবুত ও দৃঢ় করবে,বিপদের সময়ে তা শক্তি যোগাবে,চক্ষু শীতল করবে,অন্তর শান্তি ও স্বস্তিতে ভরে উঠবে।

.

অন্যদিকে অনিয়মিত,অবহেলায় পড়া নামায বিপদের সময়ে মানুষের তেমন কাজে আসবে না। এমন নামায তার মনে প্রশান্তি বয়ে আনতে পারবে না। মনে রাখতে হবে,স্বাস্থ্যবান দেহ দুর্বল দেহের তুলনায় খুব সহজে ভাইরাস প্রতিরোধ করতে পারে।

পর্ব-৩ঃ

নামায হল একটি দুর্গের মত

নামায হল প্রত্যেক ভালোকাজের সমষ্টি। নিম্নে কুর'আনের দুটি বর্ণনা তুলে ধরা হল,উভয় বর্ণনায় বেশ কিছু উত্তম কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে।এখানে প্রত্যেক উত্তম আমলের পূর্বে এবং পরে নামাযের বর্ণনা এসেছে।

.

ক. সূরা আল-মু'মিনুন (২৩: ১-১১)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

.

"নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ-যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত।যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।যারা যাকাত সম্পাদনকারী।যারা নিজ লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে।নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে,কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা

নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে।এরাই হল সেই ওয়ারিশ,যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে।তারা তাতে সর্বদা থাকবে।"

.

খ. সূরা আল-মাআরিজ (৭০: ১৯-৩৫)

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে।যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়।তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায় কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাঞ্ছাকারী ও বঞ্চিতের এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পর্কে ভীত-কম্পিত।নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্কা থাকা যায় না এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে,কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না।অতএব,যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে,তারাই সীমালংঘনকারী এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান। এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান। তারাই জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।"

.

এই আয়াতসমূহে মুমিনদের কয়েকটি চারিত্রিক ও আমলগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্যে হল নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত হওয়া।মুমিনদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলঃ

- তারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।
- তারা যাকাত আদায় করে।
- তারা নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে নিজ লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।
- তারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।
- তারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান থাকে।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আবারো নামাযের কথা উল্লেখ করেন।

.

সূরা আল-মাআরিজ ও সূরা আল-মু'মিনুন উভয় বর্ণনায় আল্লাহ উত্তম আমল বা বৈশিষ্ট্যের শুরুতে এবং শেষে নামাযের আদেশ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, নামায হল একটি দুর্গ। এমন দুর্গ যা প্রত্যেক উত্তম আমলের রক্ষণাবেক্ষণ করে। একজন ব্যক্তির নামায ঠিক থাকলে তার বাকি সৎ কর্মও ঠিক থাকবে। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"নামায হল দ্বীনের স্তম্ভ"

.

তিনি আরো বলেন,

"হাশরের ময়দানে মানুষকে সর্ব প্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হল নামায। যদি নামাজ সঠিক হয় তবে বাকি সব আমল তার ঠিক হবে। আর যদি নামাজ বিনষ্ট হয় তাহলে বাকি সবআমলই তার বিনষ্ট হবে।"- (আত তাবারানি)

(Why do we pray? by Dr. Suhaib Hasan বইটির আংশিক অনুবাদ)
অনুবাদঃ কায়সার আহমেদ

২য় অংশঃনামাযে আমরা প্রতিনিয়তই মনোযোগ ধরে রাখতে পারিনা,পুর্ণ মনোযোগে নামায আদায়ের জন্য করণীয় কি?

এরকম কি কখনো হয়েছে যে নামাজে দাঁড়ানোর সাথে সাথে অহেতুক সব চিন্তা মাথায় এসে জট পাকিয়ে গেল?"পেপারটা জমা দিতে হবে! "ওহ! ইনবক্সের অনেকগুলো মেসেজের রিপ্লাই দেওয়া হয়নি!" আমাদের দুনিয়ার সব হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে গেল রবের সাথে কথা বলার সময়,তাই না? যেখানে আল্লাহর রসূল(সা:) তাঁর নামাজে এক রাকাতেই সুরাহ বাকারাহ পড়ে শেষ করে ফেলতেন,সেখানে সবচেয়ে ছোট সূরাটা পাঠ করে,কোন রাকাআতে যে আছি এটা মনে রেখে কোনমতে নামাজ শেষ করাটাই আমাদের মনের সাথে এক বিশাল যুদ্ধ!নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রসূল(সা:) এর পা ফুলে যেত,অথচ তার জীবনের অতীত,বর্তমান সমস্ত গুনাহই মাফ! তাহলে কেন তিনি এভাবে নামাজ পড়তেন? কারণ,তিনি আসলেই তাঁর নামাজকে অনেক উপভোগ করতেন! নামাজ ছিল তাঁর জীবনের সমস্ত ঝড়-ঝাপটার মাঝে নিরাপদ আশ্রয় এবং চক্ষু শীতলতাকারী ইবাদত! সেই নামাজ তাঁর জায়গায় এখনো আছে! তাহলে কেন আমরা নামাজ পড়ে সেরকম মজা পাই না?নামাজ উপভোগ না করার একটা বড় কারণ হচ্ছে নামাজের মধ্যে যা যা বলছি,সেগুলোর অর্থ না জানা।আমরা যদি অর্থগুলি জানি, আশা করি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের নামাজগুলিকে শুদ্ধ করার তাওফিক দিবেন। সেজন্যে এই [redacted] "নামাজে মন ফেরানো" সিরিজের মাধ্যমে আমরা সেই লক্ষ্যের দিকেই কাজ করবো ইনশাআল্লহ। আল্লাহ কবুল করুক।

নামাজে মন ফেরানো
প্রথম পর্বঃ

الله أكبر

নামাজে "আল্লাহু আকবার" এর অর্থ:

নামাজ শুরু করি আমরা "আল্লাহু আকবর" বলে হাত বাঁধার মাধ্যমে।এছাড়াও নামাজের বিভিন্ন সময়ে প্রায় একটু পরে পরে আমরা বলি "আল্লাহু আকবার". এটার সবচেয়ে কমন ট্রান্সলেশন হচ্ছে - "আল্লাহ সবচেয়ে বড়/মহান!" "Allah is the greatest." কিন্তু, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, এটার অর্থ আসলে "Allah is greater" (Not greatest).আরবি গ্রামার খুঁটে পড়লে দেখা যায় যে,"আল্লাহু আকবার" আসলে comparative form এ আছে, not superlative.সহজ বাংলায় আল্লাহু আকবার মানে "আল্লাহ অন্য কোনকিছুর থেকে বড়"।তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়,এখানে "অন্যকিছু" টা কি?আর কেনই বা আমরা নামাজে আল্লাহকে "অন্য কোনকিছুর" থেকে বড় বলছি?এর উত্তরে রয়েছে চমৎকার এক ব্যাখ্যা! আমরা দুই হাত বেঁধে একবার নামাজটা শুরু করার পরে,যে জিনিসের চিন্তাটাই আমাকে আল্লাহ থেকে অমনোযোগী করে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে,সেটার থেকে আল্লাহ বড়!! ইচ্ছা করেই এখানে এটা "অন্যকিছুর" ব্যাপারটা উহ্য রেখে যেন একটা শূন্যস্থান রাখা হয়েছে। তাহলে "আল্লাহু আকবার" এর proper অর্থ দাঁড়ায় - "Allah is greater than _____ ." এই “Fill in the blank” পূরণ করতে আমরা সেটাই বসিয়ে দিবো, যেটা আমাকে

নামাজের মধ্যে আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। যেমন: নামাজ পড়তে পড়তে স্কুলের হোমওয়ার্ক বা চাকরির কথা মনে পড়লো, যেই আমি বললাম, "আল্লাহু আকবার" - তার মানে আমার এই হোমওয়ার্ক বা চাকরির থেকে আল্লাহ বড়! সিজদাহ থেকে উঠতে উঠতেই অফিসের বসের কথা মনে পড়লো - যেই বললাম - "আল্লাহু আকবার" - নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম যে, অফিসের বসের থেকে আল্লাহ বড়।নামাজে দাঁড়িয়ে চুলায় বসানো রান্না কথা মনে হচ্ছে - কিন্তু রান্নার থেকে আল্লাহ বড়! আমার দুনিয়ার যেই কাজটার কথাই আমি নামাজের মধ্যে ভেবে ভেবে আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী হচ্ছি -সেই কাজের থেকে আল্লাহ বড়! এজন্যেই প্রায় প্রতিটা ধাপেই আমরা "আল্লাহু আকবার" বলি, রুকুতে যেতে, সিজদায় যেতে, দুই সিজদার মাঝে, আবার সিজদা থেকে উঠতে! এমন ভাবেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে যেন আল্লাহকে ভুলে যেতে গেলেও আবার "আল্লাহু আকবার" মনে করিয়ে দেয় যে,আসলে এই মুহূর্তে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় আমার কাছে আল্লাহর থেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই! আল্লাহু আকবার!

আচ্ছা আমরা কি জানি যে আল্লাহর তরফ থেকে একমাত্র নামাজ ব্যতীত কোন আদেশ আকাশে অবতীর্ণ হয়নি?রোজা,হাজ্জ,যাকাত ইত্যাদি বিধানগুলো নাযিল হয়েছে পৃথিবীর মাটিতে, ফেরেশতা জিবরীল (আঃ) মারফত ওহীর মাধ্যমে। কিন্তু নামাজের আদেশ বান্দার জন্যে কার্যকরী করার সময় আল্লাহ স্বয়ং রসূল(সাঃ) কে মেহমান করে নিয়ে যান সাত আসমানের উপর!

বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যকার সমস্ত দূরত্ব ভেদ করে রসূল (সাঃ) চলে যান তাঁর রবের দরবারে এই বিশেষ উপহারটি নিবার সময়!! কতটা সম্মান আর ভালোবাসায় মুড়িয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে নামাজের বিধান নাযিল করেছেন! সুবহানআল্লাহ কল্পনা করা যায় নামাজের মধ্যে প্রতিবার সরাসরি আল্লাহর সাথে আমাদের মুখোমুখি মিটিং হচ্ছে? আমরা কি সেই মিটিংকে আমাদের রবের তরফ থেকে আসা ডিরেক্ট উপহার হিসেবে নিচ্ছি? নাকি "নামাজ" কেবল আমাদের শত কাজের লিস্টের মধ্যে একটি 'কাজ' মাত্র যেটাকে যন্ত্রের মত কোনমতে পালন করে আমরা পরের কাজে চলে যাই?

পর্ব-২ঃ

سُبْحانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبارَكَ اسْمُكَ وَتَعالى جَدُّكَ وَلا إِلهَ غَيْرُك

মাঝে মাঝে কাজের চাপে খুব অস্থির লাগে।মনে হয় দশ দিক থেকে আমাকে টানা হচ্ছে আর মাঝখানে আমি তব্দা খেয়ে বসে আছি।কোন দিকেই যেতে পারছিনা! তখনই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শুনি নামাজের আহবান,*"আল্লাহু আকবর... আল্লাহু আকবর..."* আমাকে ডাকতে থাকে, "নামাজের দিকে আসো! কল্যাণের দিকে আসো!" তখন এই অগোছালো আমি অন্তত একটা ডিরেকশানে যাবার পথ খুঁজে পাই! এলোমেলো টেবিলটা ওভাবেই ফেলে চলে যাই রবের কাছে নিজের আত্মাকে গুছিয়ে নিতে! এটা যে কতটা উপকারী এবং শক্তিশালী অনুশীলন - যে কোনদিন এর স্বাদ পায়নি তাকে বুঝানো কঠিন।
মুহাম্মদ ফারিস তার "প্রোডাক্টিভ মুসলিম" বইতে নিজের জীবনের এমন একটা ঘটনা লিখেছিলেন যে, একবার তাদের এলাকায় বড় ধরণের বন্যা হয় যার ফলে তাদের বাড়ির অনেকটা অংশই ডুবে যায়।লেখক হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে নিজের সাজানো ঘরটাকে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেতে দেখতে থাকে।এরকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা দায়!

ঠিক ঐ সময় তিনি শুনলেন যে আযান পড়ছে! সাথে সাথে তিনি মসজিদের দিকে হাঁটা দিলেন।ঐ ওলটপালট অবস্থা থেকে বের হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলে মনটা শান্ত করে নিলেন।মাথা ঠাণ্ডা হলে পরবর্তী কাজ সম্পাদনের একটা দিশা পেলেন!

যখন প্রচন্ড মন খারাপের দিনে কিছুই করতে ইচ্ছা করেনা,হতাশায় শুধু মনে হয় ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে থাকি,তখনই একজন মুসলিম নামাজের জন্যে উঠে দাঁড়ায় নিজের রবের কাছে গিয়ে

নিজেকে গুছিয়ে আনতে।আলহামদুলিল্লাহ এভাবেই নামাজ একজন মুসলিমের মনোবল চাঙ্গা করে এবং শক্তি বৃদ্ধি করে।আসুন "নামাজে মন ফেরানো" সিরিজে আমরা এখন সানার অংশটুকু জেনে নেই ইনশাআল্লহ,

নামাজে পড়া সানার অর্থ এবং ব্যাখ্যা:

"সুবহানাকাল্লাহুম্মা, ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারকাসমুকা, ওয়া তাআ'লা জাদ্দুকা, ওয়ালা ইলাহা গইরুকা"

অর্থঃ "আল্লাহ আপনি কতই না পবিত্র, আপনার কোনো ভুল নেই।আমি সারাজীবন আপনার প্রশংসা করেই যাবো, আপনার নামগুলি সবচেয়ে বরকতপূর্ণ,আপনার নির্ধারিত হুকুম সবচেয়ে উচ্চ,আমি কখনোই আপনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবো না।(অর্থাৎ কাউকে আপনার থেকে বেশি গুরুত্ব দিবো না!)

সুবহানাকাল্লাহুম্মা,ওয়া বিহামদিকা:

এর অর্থ আমাদের আল্লাহ সবচেয়ে পারফেক্ট,তিনি সমস্ত ভুল হতে পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্যে।একটু খেয়াল করি,আমরা মানুষরা জীবনে এই দুইটা জিনিসই খুব চাইঃ Perfection and Praise. অর্থাৎ নিজেদের জন্যে আমাদের সবকিছু পারফেক্ট হতে হবে;পারফেক্ট ক্যারিয়ার,পারফেক্ট বিয়ে,পারফেক্ট বাড়ি!আর অন্যের কাছে আমরা আশা করি,প্রশংসা বা এপ্রিশিয়েশান।আমরা খুব চাই যে,পরিবারে,সমাজে অন্যেরা আমাদের সমাদর করুক!

ইন্টারেস্টিং ব্যপার হচ্ছেঃ মানুষের জীবনের বেশির ভাগ কষ্ট আসে এই দুই এর অভাবে। হয়,নিজেরা পারফেক্টলি কিছু করতে পারিনি,তাই নিজের উপর হতাশ।নাহলে অন্যের কাছে যেই সমাদর আশা করেছি সেটা পাইনি,তাই অন্যের উপর হতাশ! চমৎকার ব্যপার হচ্ছে,আল্লাহ বার বার নামাজে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে,ত্রুটিহীনতা এবং প্রশংসা - এই দুইটি বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আয়ত্বে।আমাদের আয়ত্বে না।যেই আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে বলছি, "*সুবহানাকা আল্লাহুম্মা* (আল্লাহ তুমি কত পবিত্র, ত্রুটিহীন), *ওয়া বিহামদিকা* (এবং আমি তোমার প্রশংসা সারাজীবন করেই যাবো) - সাথে সাথে আমরা আল্লাহর সামনে নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ সত্তাকে কবুল করে নেই।অন্য কোন সৃষ্টির কাছে সমাদর না খুঁজে একমাত্র আল্লাহর দিকে ফোকাস করি।এটা খুব পাওয়ারফুল।নামাজে দাঁড়িয়েই এটা একজন মুসলিমকে মেন্টালি স্ট্রং বানিয়ে দেয়।সে জানে যে,তার হতাশ হবার কিছু নেই।সে ভুলে ভরা হলেও আল্লাহ তাকে তার ঈমানের সহিত করা ছোট/বড় সকল আন্তরিক চেষ্টার জন্যে পুরষ্কৃত করবেন! অন্য কারো কাছে প্রশংসা বা উপযুক্ত সমাদর না পেলেও তার কষ্টের কিছু নেই;সত্যিকার প্রশংসা তো কেবল আল্লাহর জন্যে, তার নিজের জন্যে তো না।ইম্পারফেক্ট বান্দার জন্য রয়েছে তার পারফেক্ট রব!

ওয়া তাবারকাসমুকা:

অর্থ,"আল্লাহ তোমার নামগুলি কতই না বরকতপূর্ণ!" এখানে,আরবি "বারাকাহ" শব্দকে ইংরেজিতে "Blessing" এবং বাংলায় আশীর্বাদ বলা হয়।খুব কমনলি আমরা একে অন্যকে বলে থাকি, "May Allah Bless you",মানে "আল্লাহ তোমাকে বরকত দিক"।বরকত বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কল্যাণ, মঙ্গল - জীবনে যা কিছু ভালো।

"বারাকাহ"-র আরেকটা ইন্টারেস্টিং অর্থ কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না।বারাকাহ মানে হচ্ছে, যখন আল্লাহ আমাদের জীবনে কল্যাণ এমনভাবে বাড়িয়ে দেন যে,আমরা অনেক কম সময়ে অনেক বেশি কিছু অর্জন করে ফেলতে পারি!বারাকাহর একটা প্রাইম উদাহরণ দেই।গেল রোজায় আমার এক বড় বোন কয়েকজন মুরব্বিদের ইফতারে দাওয়াত করবেন বলে নিয়ত করলেন।কিন্তু, আপুর হাতে ওইদিন সময় ছিল অনেক কম।সারাদিনের ঝড়-ঝাপটা শেষে সন্ধ্যার ঠিক আগে হাতে পেলো এক থেকে দেড় ঘণ্টা!এতগুলা মানুষের খাবার এত কম সময়ে সে কীভাবে করবে?

আপু তখন ভাবলো,"ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার জন্যে নিয়ত করেছি যে তোমার বান্দাদের ইফতার খাওয়াবো।তুমি আমার জন্যে পথ করে দাও!মাগরিবের আযান পড়ার ৫ মিনিট আগে সে যখন টেবিলে দশটার বেশী আইটেম রেডি করে ফেললো,টেবিল ভর্তি খাবার দেখে আপুর বিস্ময়ে অসুফটে মুখ থেকে বের হলো - "এটা আমি করি নাই! এটা আল্লাহর বারাকাহ!" যখন আল্লাহ সময়ে বারাকাহ দেন,তখন সেই সময় এমনভাবে প্রশস্ত হয়ে যায় যে,কম সময়ে অনেক বেশি কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব হয়,যেটা আল্লাহর বারাকাহ ছাড়া অসম্ভব!

নামাজ এমন একটা ইবাদাত,যেটা করতে খুব কম সময় লাগে,কিন্তু আমরা যদি সেটা সঠিকভাবে জীবনে পালন করতে পারি,তাহলে প্রতিদিনের কয়েক মিনিটের এই নামাজই আমাদের জীবনে অসম্ভব রকমের কল্যাণ এবং বরকত নিয়ে আসবে!

নামাজের শুরুতেই যখন আমরা বলছি যে,"ওয়া তাবারকাসমুকা" - "আল্লাহর নামগুলি বরকতপূর্ণ" - তখন আল্লাহর কাছে আমরা সেই লেভেলের বারাকাহর আশা করছি! যেই সত্তার নামই এত বরকতপূর্ণ তিনি নিজে না জানি তাহলে কতটা বরকতপূর্ণ! অকল্পনীয় এই বারাকাহর কল্যাণ আল্লাহ ছাড়া আমাদের জীবনে আসা সম্ভব নয় - এটাই আমরা প্রতিদিন পাঁচবার নামাজে মেনে নিচ্ছি। সুবহানাল্লাহ! নামাজ যেমন বারাকাহ বাড়ায়,গুনাহ তেমনি বারাকাহ কমায়।সেজন্যে আমাদের গুণাহ থেকে অনেক দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে যেন জীবনের বারাকাহগুলো গুনাহ দিয়ে আমরা হারিয়ে না ফেলি।কষ্ট করে নামাজ পড়ে যে বারাকাহ পাচ্ছে,সে ঐ বারাকাহ প্রোটেক্ট করার জন্যে সমস্ত চেষ্টা দিয়ে গুনাহ থেকে দূরে থাকবে।এজন্যেই তো বলে,
"নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে"
(সূরা আনকাবুতঃ ৪৫)

তাহলেই নামাজের শুরুতেই একজন বান্দা মেন্টালি স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে যে দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রব সে তাকে সমাদর এবং প্রশংসা করবেন এবং সেই রব তার বান্দার জন্যে অসম্ভব কল্যাণ এবং বারাকাহর দরজা খুলে দিতে সক্ষম! কেবল আমাদের মানুষের প্রশংসার আশা আর গুনাহগুলোকে ছুড়ে ফেলে রবের প্রতি আন্তরিক হবার অপেক্ষা!

ওয়া তা আ'লা জাদ্দুকা:

"জাদ্দুকা" মানে "Determination, Decree", সহজ বাংলায় "ইচ্ছাশক্তি, আইন পাশ করে দেওয়া"। "আ'লা" মানে "Higher, উঁচু, মহান"। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো - "আল্লাহর ইচ্ছা সবচেয়ে বড়"! আমাদের কত শত ইচ্ছা থাকে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছামতন সবকিছু হয়না। তখন আমরা অনেকেই ভেঙ্গে পড়ি, কষ্ট পাই। অথচ, নামাজে প্রতিদিন আমরা সানায় স্বীকার করে নিচ্ছি যে - "আল্লাহ, আমার ইচ্ছার থেকে আপনার ইচ্ছা বড়!" আমাদের সামান্য জ্ঞান দিয়ে আমরা কোন কাজের কী পরিণাম সেটা বুঝতে পারিনা। কিন্তু যেই রব মহান আল্লাহ, তিনি স্থান, কাল, পাত্র ভেদ করে সবকিছু জানেন। তাঁর থেকে ভালো আর কেউ জানবে না যে, এখন আমার জন্যে এই বিয়ে, চাকরি অথবা কাজ হয়ে যাওয়াটা আসলেই কতটা কল্যাণকর। যে ব্যক্তি *"ওয়া তা আ'লা জাদ্দুকা"*-র মর্ম বুঝে নামাজে এটা পাঠ করবে, না পাওয়ার কোন গ্লানি তাকে জেঁকে ধরতে পারবে না। তার অন্তর জুড়ে থাকবে প্রশান্তি ইনশাআল্লাহ।

ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা:

"আল্লাহ, আমি আপনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবো না" - এই পর্যায়ে এসে সানায় আমরা স্বীকার করি নেই যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু। আমরা তাঁর গোলাম। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে আমাদের মাথা নত করবো না। নিজেদের কামনা-বাসনা এবং নফসের সামনে না। সমাজে সামনে না, শয়তানের ওয়াসওয়াসার সামনে না! আমরা আল্লাহর থেকে বেশি কোনকিছুকেই গুরুত্ব দিবো না।

আচ্ছা, একটু ভাবি, দিনের মধ্যে পাঁচবার করে যদি আমরা কাউকে নিজে থেকে গিয়ে বলে আসি যে, *"তুমি আমার লাইফে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ"*। এবং বলার সাথে সাথেই যদি এমন এমন কাজ তার চোখের সামনে করতে থাকি করি যা ঐ ব্যক্তি মোটেও পছন্দ করেন না, তাহলে পরবর্তীতে তার সামনে যেতে আমাদের অনেক লজ্জা লাগবেনা?

কষ্টের কথা কি জানেন, এই কাজটা আমরা দৈনিক আল্লাহর সাথে করে আসছি। এজন্যেই যে বুঝে নামাজ পড়ে, তারা জানেন যে আল্লাহর সাথে সে প্রতিশ্রুতি করেছে, সেই রবের দরবারে এখনি হাজিরা দিতে যেতে হবে। কীভাবে আল্লাহকে এতটা অসন্তুষ্ট করে তাঁর সামনে দাঁড়াই? কীভাবে তাঁর বান্দাকে কষ্ট দিয়ে, তাঁরই বান্দার হক মেরে এসে তাঁকে বলি যে, "ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"?

আমরা নামাজ পড়ি আর আমাদের মনে হয় - "কই! নামাজ পড়েও তো খারাপ কাজ করেই যাচ্ছি!" এটা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা, নামাজের না। আল্লাহ আমাদের ইবাদত, আখলাক এবং ইখলাস আরও বহুগুণে তাওফিক বাড়িয়ে দিক। আমিন।

পর্ব-৩ঃ

কোন কিছুতে বিজয়ী হতে হলে আমরা কার বিরুদ্ধে লড়ছি সেই ব্যপারে পরিষ্কার জ্ঞান রাখতে হবে। তবেই না আমরা সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবো! আমাদেরকে নামাজে অমনোযোগী করে আমাদের অন্যতম শত্রু শয়তান।
রসূল(সাঃ) বলেন, "যখন আযানের শব্দ উচ্চারিত হয়, শয়তান তখন সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালিয়ে যায় যাতে তার কানে আযানের শব্দ না আসে| আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে; ইকামাতের সময় আবার সে পালিয়ে যায় এবং শেষ হলে আবার ফিরে আসে, এবং মানুষের মনকে ফিসফিসিয়ে ধোঁকা দিতে থাকে যেন নামাজ থেকে মনোযোগ সরে যায় এবং মানুষকে এমন সব জিনিস মনে করিয়ে দেয় যা নামাজের পূর্বে তার মাথায় ছিলনা। যার ফলে মানুষ ভুলে যায় যে সে কোন রাকাআতে নামাজ পড়ছে|" [বুখারী]
কি চেনা চেনা লাগছে না? কল্পনা করুন আপনি নামাজে দাঁড়িয়ে আর আপনার ঠিক পাশেই কদাকার এক শয়তান কানের কাছে ফিসফিস করেই যাচ্ছে। চিত্রটা বেশ ভয়ঙ্কর! তাই এই শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তবেই নামাজ শুরু করতে হবে।তাই সানা পাঠ শেষ করে আমরা বলি,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজিম"

অর্থঃ "বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

"বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম"

এরপর আমরা বলি, "শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম দয়ালু এবং অসীম করুণাময়"

পর্ব-৪ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ

مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

নতুন করে সূরা ফাতিহা আবিষ্কার-

একবার রসূল(সাঃ) এর সাথে ফেরেস্তা জিবরাঈল (আ:) বসে ছিলেন। হঠাৎ জিবরাঈল (আঃ) উপর থেকে একটা শক্ত 'ক্রিকিং' (creaking) শব্দ শুনতে পেলেন এবং মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এটি হচ্ছে আকাশের এমন একটি দরজার শব্দ যা আগে কোনদিন খোলা হয়নি।" সেই দরজা দিয়ে এমন একজন ফেরেশতা আসলেন যিনি আগে কখনো পৃথিবীতে আসেননি। সেই ফেরেস্তা রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন, 'আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করে আনন্দিত হন। যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা আপনার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। সেই দুইটি নূর হচ্ছেঃ সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত।" (মুসলিম শরীফ : ৮০৬)

সুবহানআল্লহ! সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আমাদের কি একবারও মনে হয় যে এটি আল্লাহর তরফ থেকে আসা এমন এক নূর যা আমাদের উম্মতকে ছাড়া আর কোন উম্মতকে পূর্বে দেওয়া হয়নি?! চলুন এই পর্বে নতুন করে সেই সূরা ফাতিহা আবিষ্কার করা যাক।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন:

- **রব:**

আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সাথে আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি আমাদের রব, প্রভু, মনিব। আরবি "রব" শব্দটার মানে এমন কেউ যে টুয়েন্টি-ফোর-সেভেন আমাদের দেখ-ভাল করে যাচ্ছেন। আমাদের প্রত্যেকটা হার্ট-বিটের তত্ত্বাবধান, আমাদের খাওয়ানো, পড়ানো, সুস্থ রাখা, আমাদের অনুরোধগুলো শোনা, আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা—এই সবই *"রব"* শব্দটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ আমাদের প্রভু, আমরা তাঁর গোলাম। আমরা আল্লাহর সম্পত্তি। নিজেকে কারো গোলাম ভাবতে অনেকের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। কারণ মানুষ স্বভাবতই স্বাধীন থাকতে পছন্দ করে। তাছাড়া দুনিয়াবি দৃষ্টিতে প্রভুরা তার দাসের উপর ক্ষমতার জোর খাটায়, অত্যাচার করে। কিন্তু আমাদের আল্লাহ অন্যরকম প্রভু। তিনি এমন প্রভু যে তাঁর গোলামের সাথে কখনো অন্যায় করেননা। তিনি তার বান্দাকে ধরে-বেঁধে রাখেন না, বরং বান্দাদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিধি পর্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছা (free will) দেন। এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কে কিভাবে চ্যানেল করে হিদায়াতের পথে থাকতে হবে সেটার কমপ্লিট ইন্সট্রাকশনও তিনি দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের হাত-পা-মুখ সবকিছুই আল্লাহর। খুব সীমিত সময়ের জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে আমানত হিসেবে কিছু জিনিসের কন্ট্রোল দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন আমাদের নিজেদের হাত-পা গুলিও আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। তাই, আল্লাহই সার্বিক ব্যপারের কন্ট্রোলে আছেন ভেবে আমরা খুশি খুশি এই আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের দাসত্ব আল্লাহর কাছে স্বীকার করি।

আমরা দাসেরা তাই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকি। তিনি এমন একজন রব, যার জন্যে সমস্ত প্রশংসা নির্ধারিত! আরবি *"হামদ"* শব্দটা প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা দুইটাই ইঙ্গিত করে। কারণ, কেউ যখন মন থেকে প্রশংসা করে কাউকে ধন্যবাদ দেয়, তার কৃতজ্ঞতা হয় নির্ভেজাল। আমরা সূরা ফাতিহাতে নির্ভেজাল ভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

- **আলহামদুলিল্লাহ:**

এখানে আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই আয়াতের বিশ্লেষণে বুঝা যায়, আমাদের প্রশংসার আসলে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহর প্রশংসা ছেড়ে দিলেও আল্লাহর রাজ্য থেকে একটা কিছু কমে যাবে না। আবার দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলে আল্লাহর প্রশংসা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সেটার ফলে আল্লাহর মহিমা এতটুকু বেড়ে যাবে না। আমরা "আলহামদুলিল্লাহ" বলি বা না বলি, আল্লাহ সবসময় প্রশংসিত! "আলহামদুলিল্লাহ" বলে আমরা আল্লাহর কোনো উপকার করছিনা। বরং লাভটা আমাদের নিজের।

যখন একজন মাকে দেখি তার বুকের ধন সন্তানকে কবর দিয়ে ফেরত এসে বলছে "**আলহামদুলিল্লাহ!** আমার ছেলে এখন ইব্রাহীম(আঃ) এর সাথে জান্নাতে খেলছে"; একজন ভাইকে দেখি চাকরি হারিয়ে বলছে, "**আলহামদুলিল্লাহ!** আরো অনেক কিছুই তো হারাতে পারতাম"; একজন বোনকে দেখি বিছানায় শুয়ে প্রচণ্ড অসুস্থতায় বলছেন, "**আলহামদুলিল্লাহ!** এই কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ আমার গুনাহ্‌গুলি মাফ করে দিচ্ছেন"- তখন "আলহামদুলিল্লাহ"র মর্মটা বুঝি! আমরা যতবার নামাজে এই আয়াত পড়ছি, ততবার আমরা নতুন করে পজিটিভ হতে শিখছি। শত কষ্টের মধ্যে থেকেও "আলহামদুলিল্লাহ" বলতে পারার চেয়ে শক্তিশালী আর শান্তিদায়ক আর কিছু নেই। দিনের মধ্যে পাঁচবার করে নামাজে আমরা সেটারই প্র্যাক্টিস করছি।

- **আ'লামিন:**

আলামিন শব্দের অর্থঃ "সকল সৃষ্টি জগতের (পালনকর্তা)"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার রব! সুবহানাল্লাহ! ভালো নেটওয়ার্ক না থাকলে চাকরি পাওয়া যায়না। ভালো রেকমেন্ডেশান লেটার না থাকলে এডমিশন পাওয়া যায়না! কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ ধনী, গরিব, কালো, সাদা - সবার জন্যে প্রযোজ্য! তিনি যে "রব্বুল আলামিন"! আমরা মানুষরাও যেন আমাদের অনুগ্রহ বিলানোর সময় নিজেদের মধ্যে তারতম্য করা বন্ধ করি।

তাহলে এক বাক্যে এই আয়াতের অনুবাদ হয় - *"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।"* কিন্তু একটু সময় নিয়ে ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়লে, প্রতিটা শব্দ অন্তরের ভিতরে গিয়ে নাড়া দেয়!

"আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন" আমাদেরকে প্রতিবার রিমাইন্ডার দিচ্ছে যে, সীমাহীন প্রশংসার যোগ্য আমার রব সারাক্ষন আমার যত্ন নিচ্ছেন, তিনি আমার সকল সমস্যার সমাধান

দিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি আমাদের কারো মধ্যেই তার প্রভুত্ব নিয়ে ভেদাভেদ করেন না। এমন রব থাকতে আমাদের কীসের চিন্তা বলুন?

আর-রহমানির রাহিম:

বলুন তো আল্লাহ কেন তাঁর দয়ার কথা বলতে গিয়ে "রহমান" শব্দটা ব্যবহার করলেন? এর একটা চমৎকার কারণ আছে। আরবিতে "মায়ের গর্ভ" এবং "রহমান" - এই দুইটা শব্দ একই রুট ওয়ার্ড (root word) থেকে এসেছে। আরবিতে একই রুট ওয়ার্ড বা, মূলশব্দ থেকে যে শব্দগুলোর উৎপত্তি হয়, তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক থাকে। তাহলে "মায়ের গর্ভ" এবং "আর-রহমান" এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

একজন মা নয়মাস ধরে একটা বাচ্চাকে পেটে ধরে। শতকষ্টের মধ্যেও সবসময় খেয়াল রাখে, বাবু ঠিক আছে তো? নিজের খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা সবকিছু খুব সতর্কতার সাথে মেনে চলে। ছোট বাবুটা মায়ের পেটের ভিতরে বসে বসে মায়ের প্লাসেন্টা দিয়ে সবরকমের পুষ্টি শুষে নিতে থাকে। এই বাবুকে দুনিয়াতে আনতে গিয়ে একজন মায়ের প্রচন্ড প্রসববেদনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অনেকে এই প্রসেসে প্রাণ হারায়। যারা বেঁচে যায়, তাদের জন্যে শুরু হয় আরেক পরিশ্রমের যাত্রা! রাতের পর রাত জেগে থাকা। দিনের পর দিন ডায়পার-ডিউটি। এক সেকেন্ডের জন্যে চোখের আড়াল হলে ছোট বাচ্চা খেলনা গিলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলবে! যেই বাবুটা পেটের ভিতরে থেকেও কষ্ট দিলো, পেট থেকে বের হতে গিয়ে প্রায় মৃতপ্রায় করে দিলো, বের হয়েও সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখছে, তার একটু কান্নার শব্দ শুনলে মায়ের কি অস্থির লাগে! বাচ্চার একটু অসুখ হলে মনে হয় জান বের হয়ে যাচ্ছে! এ এক আজিব শ্রেণীর প্রজাতি মায়েরা! কল্পনা করতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে এই মায়ের থেকেও বেশি ভালোবাসেন!

"মায়ের গর্ভ" এবং "রহমান" এর মধ্যে সম্পর্কটা মাইন্ড ব্লোয়িং! বাচ্চা যখন মায়ের গর্ভে থাকে, সে কিন্তু তার মাকে দেখতে পারেনা। মা যে কিভাবে তার জন্যে পা টিপে টিপে হাঁটছে, একটু পর পর বমি করছে, বাচ্চার জন্যে দুয়া করছে, বাচ্চা নেক হবার জন্যে দিনরাত কুরআন তিলাওয়াত করছে - অবুঝ বাচ্চা কিন্তু সেটা দেখতে পারে না! ঠিক যেমন আমরা অবুঝ বান্দারা আমাদের আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পারি না। আল্লাহ কীভাবে দিনের পর দিন আমাদের খেয়াল রেখে যাচ্ছেন, আমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছেন - সে ব্যাপার নিয়ে আমাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! ছোট্ট বাচ্চাটা যেমন তার মায়ের গর্ভে পরম মমতায় মোড়ানো, ঠিক সেইভাবে আমরা চারপাশ থেকে আল্লাহর রহমত আর দয়া দিয়ে পরিবেষ্টিত! ছোট বাচ্চা মাকে জ্বালিয়ে মাথা নষ্ট করে দেওয়ার পরেও যেমন বাচ্চাকে ছাড়া মায়ের চলে না। তেমনি আমরা মিনিটে মিনিটে আল্লাহর অবাধ্য হবার পরও আল্লাহ আমাদেরকে ছেড়ে দেন না! আমাদের রব যে "রহমানুর রহিম"।

মালিকিইয়াও মিদ্দীন:

আগের দুই আয়াতে আল্লাহর এমন মহানুভবতা এবং ভালোবাসার কথা শুনে বান্দা ভাবতে পারে - আমার রবের এতো দয়া! তাহলে আমি যতই গুণাহ করি না কেন, তিনি তো শেষমেশ আমাকে ক্ষমা করেই দিবেন। এই ধরণের ভাবভঙ্গি থেকে মানুষ যেন আল্লাহর দয়াকে সহজলভ্য ভেবে পাপে না জড়িয়ে পড়ে, সেজন্যে ঠিক পরের আয়াতেই আল্লাহ বলছেন যে, তিনি হলেন "মালিকিইয়াও মিদ্দীন" অর্থাৎ তিনি কিয়ামত দিবসের মালিক! এমন এক দিনের মালিক আল্লাহ, যেদিন প্রতিটা কাজের পাই পাই হিসাব নেওয়া হবে! আল্লাহ তার দয়াতে যেমন অতুলনীয়, তেমনি তার ন্যায়বিচারও অকাট্য! তিনি মায়ের থেকেও আমাদের বেশি ভালোবাসেন দেখে আমরা যা ইচ্ছা তাই করে পাড় পেয়ে যাবো - সেটা হবে না!

ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তাঈ'ন:

অর্থঃ 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"

প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয় এভাবে পাওয়ার পর আমরা বান্দারা আল্লার কাছে নিজেদের পুরোপুরি সমর্পণ করে দেই এই আয়াতের মাধ্যমে! যে আল্লাহ আমার রব, রহমানুর রহিম,

মালিকিইয়াও মিদ্দীন, আমি কীভাবে তাঁর ইবাদাত না করে থাকতে পারি? এই আয়াতের প্রথম অংশে ইবাদাত করার এবং পরের অংশে সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, কারণ আমরা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তাঁর ইবাদাতটুকুও করতে পারবো না। আরবিতে অনেক শব্দই আছে যেটার মানে সাহায্য। কিন্তু এই আয়াতে "সাহায্য" বুঝতে আল্লাহ বাছাই করেছেন আরবি শব্দ "ইস্তিয়ানা"। "ইস্তিয়ানা"র বিশেষত্ব হচ্ছে, যেই ব্যাক্তি সাহায্য চাচ্ছেন, সে নিজে ইতোমধ্যে নিজেকে সাহায্য করার জন্যে সবরকমের কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টারত থাকা অবস্থায় যে সাহায্য চাওয়া হয়, তাকে বলে "ইস্তিয়ানা" বা "নাস্তাঈন"।

আল্লাহর সাহায্য এবং হিদায়াত সস্তা না! আমরা নিজেরা কোনোরকমের চেষ্টা না করেই যদি খালি আল্লাহর কাছে "দাও! দাও!" করি, তাহলে হবেনা। আমাদের দুইহাত তোলার সাথে সাথে নিজেদের উটের দড়িটাও বাঁধতে হবে। আল্লাহর দিকে এক কদম এগিয়ে আসলে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার দিকে দশ কদম এগিয়ে আসবেন। কিন্তু অন্তত পক্ষে প্রথম স্টেপটা বান্দাকে নিতে হবে।

ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম:আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

আমরা তো আগের আয়াতে বললাম যে "আল্লাহ আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি"। কিন্তু, এই ইবাদাতটা কীভাবে করলে আল্লাহ সবচেয়ে খুশি হবেন সেটাও তো জানতে হবে। নিজের মন মত কাজ করে ফেললেই সেটা ইবাদত হয়ে গেলনা। তাই এই আয়াতে আমরা আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দিক-নির্দেশনা চাচ্ছি। "সীরাতাল মুস্তাকিমের" পথ চাচ্ছি। "সীরাত" মানে যেই পথটা স্ট্রেইট, সহজ এবং পরিষ্কার! একটা রাস্তা যখন পুরোপুরি স্ট্রেইট বা সোজা হয়, তখন দূর থেকেও সেই রাস্তার শেষ মাথার গন্তব্য ক্লিয়ারলি দেখা যায়। মুসলিমরাও তাদের গন্তব্য এবং জীবনে চলার পথের উদ্দেশ্য নিয়ে এমনই ক্লিয়ার ধারণা রাখে - তারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত! মাছির পাখার চেয়েও তুচ্ছ দুনিয়ার পিছে তারা ছুটবেনা। ফলে দেখা যায় যে, দুনিয়াই তাদের পিছনে ছুটতে থাকে! সুবহানআল্লাহ!

সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলাইহিম গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন:

"সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

এর আগের আয়াতে আমরা আল্লাহর কাছে ইন্সট্রাকশন চেয়েছি, এই আয়াতে আমরা চাচ্ছি জলজ্যান্ত রোল মডেল এবং উদাহরণ! গণিত ক্লাসে অঙ্কের সমাধান পুরোটা বইয়ে করে দেওয়া থাকলেও একজন গণিতের টিচারের প্রয়োজন হয় যিনি স্টেপ বাই স্টেপ আমাদেরকে অঙ্ক করাটা প্রথম বার দেখিয়ে দেন। ঠিক তেমনি আমাদের নবী-রসূলরা আমাদের টিচার। অনেক আত্মত্যাগ করে তারা স্টেপ বাই স্টেপ আমাদেরকে দ্বীন পালনের ব্যপারগুলো হাতে-নাতে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।
"সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ" - এরাই সেই হচ্ছেন নবী-রসূল (সা:) দের দেখানো আদর্শ। তারা যেই উদাহরণ সেট করে গিয়েছেন আমাদের জন্যে - আমরা সেটা ফলো করতে পারলে দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ পাবো ইনশাআল্লাহ!

শুধু ভালো উদাহরণই যথেষ্ট না। শাস্তি বা ফেইল মার্কের ভয়ও মোটিভেশান হিসেবে কাজ করে। সেজন্যে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্টের সাথে সাথে নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্টরও উদাহরণ আছে আয়াতের পরের অংশে। আমরা আল্লাহকে বলছি যে, আমরা তাদের পথ চাই না "যাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয়েছে" - এরা হচ্ছে সেসমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন, তারপরও তারা আল্লাহকে মানেনি। জেনে বুঝেও ইসলামকে পালন করেনি। তাদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু কোনো সৎকর্ম ছিলোনা।

অপরদিকে "ওয়ালাদ্দোল্লীন" হলো যারা পথভ্রষ্ট - তারা সেসমস্ত লোক যাদের হয়তো ভালো ভালো কর্ম আছে, কিন্তু তারা সেটা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে করেনা। নিজের জন্যে, দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে করে - তাই তারা পথভ্রষ্ট! ঈমানহীন কর্ম এবং কর্মহীন ঈমান ২ টাই মূল্যহীন। এই দুইই আমাদের দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট! আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই!

আপনি কি জানেন ফাতিহার প্রতিটা আয়াতের বিপরীতে আল্লাহ আপনার কথার জবাব দিচ্ছেন?

গা শিউরে উঠছে না এটা ভেবে? এটা সত্যি যে আমাদের মত নাম-না-জানা নাফরমান বান্দার পাঠ করা প্রতিটা আয়াতের জবাব আল্লাহ দেন! রসূল(সাঃ) বলেন,

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার ও বান্দার মাঝে সালাতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে আমার কাছে চায়।

যখন বান্দা বলে,

‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

বান্দা যখন বলে,

‘আর-রহমানির রহীম’, তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করেছে।"

আর যখন বান্দা বলে,

‘মালিকি ইয়াওমিদ্দীন’, তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমাকে সম্মানিত করেছে।"

যখন বান্দা বলে,
‘ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তা‘য়ীন’; "আল্লাহ আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই"। তখন আল্লাহ বলেন, "এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যেকার ব্যাপার, আমার বান্দার সেটাই পাবে, যা সে আমার নিকট চায়।"

আর যখন বান্দা বলে,

‘ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতল্লাযীনা আন‘আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবে ‘আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন’; "সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

তখন আল্লাহ বলেন, "এটি আমার বান্দার জন্য! আমার বান্দার জন্য রয়েছে তা, যা সে চায়”। (মুসলিম, সালাত অধ্যায়)

মহাপরাক্রমশীল রবের সামনে পিপীলিকার চেয়েও নগণ্য এবং গুনাহগার বান্দা আমরা! কিন্তু তিনি আমাদের প্রতিটা কথার জবাব দেন এবং দিয়েই যাচ্ছেন! সালাত এমনই শক্তিশালী এক ইবাদত! সুবহানআল্লাহ!

পর্ব-৫ঃ

আচ্ছা, আমরা রুকু এবং সিজদায় যা যা বলি সেটা নিয়ে কখনো চিন্তা করেছেন কি?

আমরা রুকুতে বলি **سبحان ربي العظيم "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম"**।
অর্থঃ "আল্লাহ আপনি কতই না পবিত্র এবং আপনি সবচেয়ে শক্তিধর।"
আমরা সিজদায় বলি,**سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'**.
অর্থঃ "আল্লাহ আপনি কতই না পবিত্র এবং আপনার মাকাম সবচেয়ে উঁচু"।

নামাজের মধ্যে শারীরিক দিক থেকে সবচেয়ে নড়বড়ে এবং দুর্বল অবস্থানটা হচ্ছে "রুকু"। রুকুতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি নামাজরত বান্দাকে হালকা করেও একটা ধাক্কা দেয়, সে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। চমৎকার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যখন নামাজে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় থাকি, তখন বলি **"আল্লাহ আপনি সবচেয়ে শক্তিশালী!"**

আবার, আমরা যখন নামাজের মধ্যে সবচেয়ে নিচু অবস্থানে থাকি, তখন আল্লাহকে বলি যে, **"আল্লাহ আপনি সবচেয়ে উঁচু!"**

সুবহানাল্লাহ! কেবলমাত্র এই কনসেপ্টটা আমাদের নামাজকে অন্য আরেক ডাইমেনশানে নিয়ে যায়! নামাজ পড়তে পড়তে যেখানেই মন চলে যাক না কেন, রুকু আর সিজদাহ দেওয়ার সময় মনে পড়ে যায় যে, **"আল্লাহ সবচেয়ে শক্তিধর এবং আল্লাহই সর্বোচ্চ!"**

তারপর রুকু থেকে উঠতে উঠতে আমরা বলি - **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "সামি আল্লাহু লিমান হামিদা"** অর্থ: **"আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।"**

তারপর পরই দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং বলিঃ**رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبارَكاً فِيْهِ "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ"** অর্থ, **"হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা কেবল তোমারই।"**অনেকটা যেন আমাদের কথাগুলি যে আল্লাহ সুবহানাতা'আলা শুনবেন, সেটা নিশ্চিত করে রাখলাম। বলুন তো ঠিক সিজদায় যাবার আগে কেন এটা নিশ্চিন্ত করে নিলাম যে, আল্লাহ আমার সব কথা শুনবেন?

কারণ, সিজদায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে চলে যায় এবং সিজদা হচ্ছে দুয়া করার মোক্ষম সময়। **রসূল (সা.) বলেছেন, 'সিজদারত বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী। সুতরাং সে সময় তোমরা বেশি বেশি দুয়া করো।' (মুসলিম, হাদিস : ৪৮২)।**

তাই আল্লাহর সাথে বান্দার এই মহামিলনের ঠিক আগ মুহূর্তে "সামি আল্লাহু লিমান হামিদা" রিমাইন্ডার দিচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার সিজদায় গিয়ে উজাড় করে চেয়ে নাও। তিনি তোমার সব আকুতি-মিনতি শুনছেন। একটাও মাটিতে পড়বেনা। প্রতিটা দুয়া রব্বুল আলামিনের দরবারে মেহমান হয়ে পৌঁছাবে।

সিজদায় আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের যাবতীয় চাওয়া পেশ করি,তারপর দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী বৈঠকে আমরা বলি,
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِيْ আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়া'আফিনি, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা'নী

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

এই অল্পকিছু কথার মাঝেই আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তায়ালার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চাওয়াই চেয়ে নিচ্ছি,আলহামদুলিল্লাহ।

পর্ব-৬ঃ

তাশাহুদ(আত্তাহিয়্যাতু):

التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوْاتُ، وَالطَّيِّباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু, ওয়াত্ তইয়িবাতু:

অর্থঃ “সকল অভিবাদন (Greeting) ও সম্মান আল্লাহর জন্য, সকল সালাত আল্লাহর জন্য এবং সকল ভাল কথা ও কর্মও আল্লাহর জন্য।"

আমরা একজন আরেকজনকে কথার শুরুতে অভিবাদন জানাই সালাম দেওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু আল্লাহকে আমরা "আসসালামুয়ালাইকুম" বলতে পারি না। কারণ, আল্লাহ নিজেই "সালাম", সকল শান্তির মালিক। তাকে আমরা বলতে পারিনা, "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!" সেজন্য তাশাহুদের প্রথম অংশ উৎসর্গ করা হয়েছে আল্লাহকে রাজকীয়ভাবে অভিবাদন করে। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন, আপনি যখন কোনো রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করবেন, অন্যান্য দশজনকে যেভাবে সম্বোধন করেন, সেভাবে কিন্তু রাজাকে ডাকবেন না." আল্লাহ সুবহানাতা'য়ালা হচ্ছেন রাজাদের রাজা! "'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ..." হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু রাজার জন্যে সম্ভাষণ! সকল অভিবাদন, সম্মান, ভালো কথা ও কাজ কেবল মাত্র আল্লাহরই জন্যে!

আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু:

অর্থঃ"হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক।" এখানে আমরা প্রিয় রসূল(সা:) কে আমরা আমাদের সালাম ও দুয়া দিচ্ছি। আমাদের দুয়ার কিন্তু আল্লাহর রসূল(সা:) এর কোনো দরকার নেই। তিনি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক উঁচু মাকামে পৌঁছে গেছেন। রসূল(সা:) এর উপর দরূদ পাঠ করলে লাভটা আমাদেরই হয়। কারণ আমরা একবার রসূল(সা:) কে সালাম দিলে, আল্লাহ আমাদের জন্যে দশবার সালাম পাঠান! সুবহানাল্লাহ!!! স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম আসাটা গাঁয়ে কাঁটা দেবার মতন একটা ব্যাপার! আমার মনে আছে, খাদিজা(রা:) এর জীবনী পড়ার সময় এক পর্যায়ে পড়লাম, ফেরেস্তা জিবরীল (আঃ) আল্লাহর রসূল(সা:)কে বললেন: "আমার ইচ্ছা আপনি আমার এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত খাদিজা (রাঃ)কে সালাম পৌঁছে দেবেন।" আমার পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, সুবহানাল্লাহ এও কি সম্ভব? আল্লাহর কাছ থেকে স্বয়ং সালাম পাওয়া? এ কোন পর্যায়ের আনন্দ আর সম্মান? আমার মতন অধম বান্দার কাছে কি কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম আসবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তার উপর দশবার দরুদ পাঠ করবেন। [সহীহ সুনান নাসাঈ হাদিস -১২৯৭]

সেলফ-রিফ্লেকশন: তাশাহুদের প্রথম লাইনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে সাদরে সম্ভাষণ জানালাম এবং দ্বিতীয় লাইনের মাধ্যমে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই সম্ভাষণের উত্তর দিলেন আমাদের দরূদ পাঠের মাধ্যমে।

আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন:

অর্থঃ "আমাদের উপরে এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।"

এবার আমরা দুয়া করছি নিজেদের জন্যে এবং পরের অংশে দুয়া করছি আল্লাহর বাকি সমস্ত নেক বান্দাদের জন্যে। আমরা শিখছি যেন দুয়া করার সময় শুধু নিজের জন্যে না চেয়ে সবার জন্যে করি। "সলিহীন" হচ্ছেন আল্লাহর খুব কাছের বান্দারা। যারা আল্লাহর পাঠানো বিধান মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাশাহুদের এই অংশটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আমি যদি চেষ্টা করে কোনোভাবে আল্লাহর "সলিহীন" বান্দাদের মধ্যে একজন হতে পারি, তাহলে পৃথিবীর ১.৯ বিলিয়ন মুসলিমরা যে যখনই নামাজে তাশাহুদ পড়বে, সেটা আমার জন্যে দুয়া হিসেবে কাউন্ট হবে!! সুবহানাল্লাহ!!

কল্পনা করা যায়- গোটা বিশ্বের মুসলিমরা দিনের মধ্যে পাঁচবার করে আমার জন্যে দুয়া করবে! এর মধ্যে না জানি আল্লাহর কত প্রিয় বান্দারা আছেন, আল্লাহর বন্ধু আছেন! তাদের সবার দুয়া পাওয়া যাবে যদি আমি সলিহীন হতে পারি! এটা আমাদের সবার জন্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং সলিহীন হবার চেষ্টা করার পথে বিশাল এক অনুপ্রেরণা!

আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আননা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু:

অর্থঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।"

তাশাহুদের শেষে এসে আমরা আবারো আল্লাহর সামনে নিজেদের দাসত্ব স্বীকার করছি। যদি এমন হয়ে থাকে যে, আল্লাহর ছাড়া অন্য কাউকে খুশি করার জন্যে এতক্ষন নামাজ পড়েছি এবং জীবন গড়ছি স্রেফ নিজেকে নাহলে অন্যকে খুশি করতে--তাহলে এখানে এসে এটা আবার মনে করিয়ে দিলো যে, নিজের ইচ্ছা-লালসা, সোসাইটি, রেপুটেশন - সবকিছুর থেকে আল্লাহ বড়! আমরা নিজেই সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করবোনা, আবার নিজেই নামাজ শেষ করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বাকি সবকিছুর সামনে মাথা নত করে ফেলি!

তাশাহুদের ২য় লাইনে আমরা রসূল(সা:) এর উঁচু মাকাম সম্পর্কে ধারণা পাই! কিন্তু এই অভাবনীয় চমৎকার মানুষটিও সবার আগে নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করেন। এবং আমরাও তারই সাক্ষ্য দেই। যেই মানুষটাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন শেষ নবী হতে, যে আল্লাহর সাথে সশরীরে দেখা করে এসেছেন সাত আসমানের উপর থেকে - তারও আল্লাহর সামনে কোনো ক্ষমতা নেই। সেখানে আমি আর আপনি কোথায় আছি বলুন? সুবহানাল্লাহ!

পর্ব-৭ঃ

রসূল (ﷺ) এর দরূদ:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি রসূল (ﷺ) আমাদের জীবনে না থাকলে আমাদের কি হত? তিনি নিজের জীবন দিয়ে আমাদের জন্যে জলজ্যান্ত উদাহরণ রেখে গিয়েছেন। আপনি জীবনের যেই সমস্যাটার কথাই ভাবুন না কেন, সেই সমস্যা এবং দুঃখ-যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছেন আমাদের

রসূল (ﷺ) এবং তিনি সেগুলোর সমাধান করেছেন আল্লাহর সাহায্যে! আমাদের জন্যে সমাধানগুলো তিনি রেখে গেলেন! তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন আল্লাহকে ভালবাসতে,আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসতে। মাঝে মাঝে মনে হয়, "ইয়া রব! জান্নাতে একটু ঠাই দিও, তোমার এই অসাধারণ নবী(ﷺ) কে চোখ জুড়িয়ে দেখে আসতে চাই।"

"নামাজে মন ফেরানো" সিরিজের সপ্তম পর্বে আমরা **রসূল (ﷺ) এর দরূদ** পাঠের ব্যাপারে আলোচনা করব ইনশাআল্লহ।

নবী (ﷺ) এর প্রতি দরূদ পড়ার নির্দেশ আল্লাহতা'য়ালা নিজেই দিয়েছেন। নবীর (ﷺ) প্রতি দরূদ পড়া আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর প্রতি সালাত-দরূদ পেশ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি সালাত পেশ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"(সূরা আহযাবঃ আয়াত ৫৬)

- **‘যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার ওপর দশবার দরূদ পাঠ করবেন।’**
  সহিহ মুসলিম: ৩৮৪
- **‘প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।’**
  সুনানে তিরমিজি: ৩৫৪৬

রসূল (ﷺ) এর নাম শোনার পর তার উপর দরূদ না পড়াটা মারাত্মক ব্যাপার! প্রায় সময়েই আমরা খুব নর্মালভাবে আমাদের আলাপে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর নাম উল্লেখ করি, অথচ তাঁর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে "সল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি ওয়া সল্লাম"(ﷺ) বলিনা।

অথবা আমরা দেখি যে অন্য কারো লিখায় বা কথায় রসূলের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা সেটা পড়ার বা শোনার সাথে সাথে"সল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি ওয়া সল্লাম" বলছিনা। এইটুকু বলতে মাত্র কয়েক সেকেন্ডই লাগে, কিন্তু আমাদের খেয়াল থাকে না বলতে। এই বেখেয়ালীপনা করে আমরা অজান্তেই নিজের ক্ষতি ডেকে আনছি না তো?

আমরা কি জানি যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়ে না তার জন্য হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বদদুয়া করেছেন? আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই দুয়ায় আমীন বলেছেন।

কাব ইবনে উজরা (রা.) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা মিম্বরের কাছে একত্রিত হও। আমরা উপস্থিত হলাম। যখন তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে চড়লেন তখন বললেন, "হে আল্লাহ কবুল করুন।" তারপর যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লেন তখনও বললেন, "হে আল্লাহ কবুল করুন।" তারপর তৃতীয় স্তরে চড়ে আবারও বললেন, "হে আল্লাহ কবুল করুন।"

খুতবা শেষে যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন, তখন আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আজ আমরা আপনার থেকে এমন কিছু শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনও শুনিনি।" তখন তিনি বললেন, "আমার কাছে জিবরাইল (আ.) এসে বলল, যে ব্যক্তি রমজান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হলো না- সে বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লাম তখন তিনি বললেন, যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো কিন্তু সে আপনার ওপর দরূদ পড়ল না- সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন তৃতীয় স্তরে চড়লাম, তখন তিনি বললেন, যে পিতা-মাতাকে অথবা তাদের কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ কবুল করুন।" বায়হাকি: ১৪৬৮

আমাদের নামাজে পঠিত দরূদের বাংলা উচ্চারণ এবং অর্থঃ

"আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ,কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রহীম ওয়ালা আলি ইব্রহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ,কামা বারক্তা আলা ইব্রাহীম ওয়ালা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" (সহীহ উচ্চারণের জন্যে আরবীটা অবশ্যই দেখে শিখে নিবার অনুরোধ রইলো)

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উনার বংশধরদের উপর রহমত এবং বারাকাহ বর্ষণ করুন, যেরূপভাবে আপনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের উপর রহমত এবং বারাকাহ বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।”

পর্ব-৮ঃ

করোনাভাইরাসের এই ক্রান্তিকালে আমরা সবাই নানাভাবে ঈমান এবং তাওয়াক্কুকলের পরীক্ষা দিচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। এই পরীক্ষারত অবস্থায় যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে, আমাদের সবচেয়ে বেশি ভয়ের জায়গাগুলো কোথায়? তাহলে ঘুরে-ফিরে উত্তর পাবো: চারপাশে এতো বিশৃঙ্খলা, ফিতনা এবং অনিশ্চয়তার ভয়; মৃত্যুর ভয়, কবরের ভয় এবং শেষ পরিণাম হিসেবে জাহান্নাম লাভের ভয়!

জানেন এই ভয়গুলি নিয়েই খুব প্রাসঙ্গিক এবং পাওয়ারফুল একটা দুয়া আমাদের জন্যে রেডি করা আছে? আমাদের প্রিয় রসূল(সা:) নামাজে তাশাহুদের পরে পাঠ করার জন্যে দুয়াটি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন তাশাহহুদ পাঠ করবে তখন সে চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে - জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষাগুলি এবং দাজ্জালের কুফলসমূহ, তারপরে সে যা চায় তার জন্য তার জন্য প্রার্থনা করুক। "

(আল-নাসা'ই বর্ণনা করেছেন, 1293)

দুয়াটি হলো:

اللّٰهُـمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আয়ুজুবিকা মিন আজাবিল কবর,আয়ুজুবিকা মিন আজাবি জাহান্নাম,আয়ুজুবিকা মিন ফিৎনাতীল মাহিয়া ওয়াল মামাৎ,আয়ুজুবিকা মিন ফিৎনাতীল মাছিহিত দাজ্জাল।"

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে।

করোনাভাইরাসে ভীত হয়ে মানুষের যে পরিমাণ মানবিকতা লোপ এবং বিশৃঙ্খলার নজির দেখছি, দাজ্জালের ফিতনার সময়ে যে কী বিশৃঙ্খলা হবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমাদের বেশি বেশি এই দুয়াটি পাঠ করে আল্লাহর কাছে ভয়ংকর পরিণাম থেকে পানাহ চাওয়া উচিত।

পর্ব-৯ঃ

দুয়া মাসূরা:

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আমরা নামাজে তাশাহুদের পরে একটা দুয়া পাঠ করি যেটা আমাদের দেশে "দুয়া মাসূরা" নামে পরিচিত। এই দুয়া নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে।

শেইখ হাসিব নূরের ক্লাস করছিলাম এবং সেদিন ক্লাসে তিনি আমাদেরকে এই দুয়াটাই পড়াচ্ছিলেন। শেষের দুই লাইন ব্যখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্টুডেন্টদের দিকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, "আমার স্টুডেন্টরা যারা উপস্থিত আছো - আল্লাহ মাফ করুক, ধরো তোমাদের স্বামীরা যদি পরকীয়া করে তোমাদের কাছে হাতে নাতে ধরা পরে। এরপর খুব করে মাফ চায়। কথা দেয় যে আর ঐ পথে যাবেনা। কে কে আছো যারা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে?" প্রায় ১০০ স্টুডেন্ট এর ক্লাসে ৩০ টার মতো হাত উঠলো। শেইখ বললেন, "বাহ! তোমাদের মন তো অনেক বড়! আচ্ছা ঠিক আছে, ধরলাম সংসারের সুখের খাতিরে তাকে মাফ করে দিয়েছ। সংসার চলছে ভালোই। কয়মাস পরে আবার টের পেলে যে সে তার পরকীয়ার প্রেমিকাকে ভুলতে পারেনি। এখনো তোমার অজান্তে চুটিয়ে প্রেম চলছে। আবারও সে ধরা খেয়ে তোমার কাছে অনেক মাফ চাইলো। আর ঐ কাজ করবে না বলে ওয়াদা দিল। তোমাদের মধ্যে কারা কারা এই পর্যায়ে এসে তার স্বামীকে ক্ষমা করে দিবে হাত তুলো।" মোটে ১০ টার মত কাঁপা কাঁপা হাত উঠতে দেখা গেল। শাইখ বললেন, "তোমাদের ক্ষমা করার ক্ষমতা দেখে আমি আসলেই অবাক!" এবার শাইখ বললেন, "স্টুডেন্ট সকল! যদি দ্বিতীয় বারের মত হাজব্যান্ডকে মাফ করে দিবার পরও আবারও ধরা খেয়ে মুখ লাল করে ফিরে এসে সে তোমার কাছে ক্ষমা চায়। তখন তাকে কে কে মাফ করতে পারবে?" দেখলাম এক নিকাবী বোন খুব চাপা করে তার হাতটা ধীরে ধীরে তুললেন। চারপাশে তাকিয়ে আর কোন হাত দেখতে পেলাম না। পুরো ক্লাসে পিন-পতন নীরবতা।

শাইখ এবার কথা শুরু করলেন, "জেনে রেখো, আমাদের রব আল্লাহ হচ্ছেন **গফুরুর রহীম!** আমরা যেখানে প্রথমবার মাফ করতেই ১০ বার চিন্তা করি আর তৃতীয় বার মাফ করার কথা ভাবতেই পারিনা, সেখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাফ করে যান। ৩ বার, ৩০০ বার, ৩ মিলিয়ন বার—যতবার ইচ্ছা আল্লাহর হক তুমি নষ্ট করে যাও না কেন— **তিনি বার বার তোমাকে মাফ করবেন।** পরকীয়ার থেকেও জঘন্য গুনাহ বার বার রিপিট করলেও তিনি মাফ করবেন যতক্ষণ ধরে তুমি খাঁটি তাওবাহ করে তার দিকে ফিরে আসতে থাকবে। নিঃশ্বাস ফুরোলেই কেবল এই দরজা বন্ধ হবে। এমন একজন রবের কথা অমান্য করতে এবং সেই অবাধ্যতার উপর অটল থাকতে বুকে পাটা থাকা লাগে।"

সুবহানআল্লহ! এই দুয়াটার শেষের অংশে "গফুরুর রহীম" এর এই ব্যখ্যা আমি কখনো ভুলতে পারিনি। আসুন এখন বিস্তারিত দুয়াটা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি ইনশাআল্লহ,

আবু বকর(রাঃ) একবার রাসূল (সা:) কে অনুরোধ করলেন, "ইয়া আল্লাহর রসূল (সা:)! আমাকে এমন একটা দুয়া শিখিয়ে দেন, যেটা পড়ে আমি নামাজে আল্লাহকে ডাকতে পারবো।" তখন রসূল (সাঃ) তাকে শিখিয়ে দিলেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি জলামতু নাফসি যুলমান কাছিরাও, ওয়ালা ইয়াগ ফিরূজ যুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলি মাগফিরাতম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনি ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহিম।" (সহীহ বুখারী)

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের আত্মার উপর অত্যাধিক অত্যাচার করেছি এবং আপনি ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই । সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি রহম কর । নিশ্চই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।"

"যুলুম" বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে কোনো অত্যাচারী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তার থেকে দুর্বল কারো সাথে অবিচার করছে। এরকম অত্যাচার করাকে আমরা মোটেও ভালো চোখে দেখিনা। অথচ আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর সবচেয়ে বড় অত্যাচারটা করি যখন আমরা আমাদের আত্মাকে আমরা আল্লাহ থেকে বঞ্চিত করি। যতবার আমরা পাপ করি, এর মাধ্যমে নিজেদের উপর অত্যাচার করি। আল্লাহর আদেশ অমান্য করা আত্মার উপর সবচেয়ে বড় যুলুম! নামাজের এই পর্যায়ে এসে আমরা নিজেদেরকে নিজ আত্মার অত্যাচারী হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি এবং জালিমে পরিণত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

আমরা যখন জালিম হয়ে যাই, তখন আল্লাহ ছাড়া আমাদেরকে রক্ষা করার আর কেউ নেই! তাই আল্লাহর কাছেই "মাগফিরাহ" এবং "রহমাহ" চাই! আল্লাহর কাছেই ক্ষমা ও রহমত চাই. "ফাগফিরলী মাগফিরাহ" এবং "ওয়ারহামনি" এই দুইটার মানেই আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব সুন্দর একটা পার্থক্য আছে! এখানে "মাগফিরাহ" এর তাৎপর্য হলো, যত বড় গুনাহই বান্দা করুক না কেন, আল্লাহ মাফ করতে সক্ষম! আর "ওয়ারহামনি" এর তাৎপর্য হলো, যতবারই বান্দা গুনাহ করুক না কেন, আল্লাহ মাফ করতে সক্ষম! সুবহানাল্লাহ! এই "গফুরুর রহীম" এর তাৎপর্য টা শেইখ নূর ভালোভাবেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন।

ইয়া গফুরুর রহীম! ইয়া আল-আফুও! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপর থেকে সকল আযাবকে উঠিয়ে নিন, আমরা যে আপনারই ক্ষমা এবং রহমতের ভিখারী। আমিন।

পর্ব-১০ঃ

নামাজটা শেষ হলেই মনে হয় এই মুহূর্তে জায়নামাজ গুটিয়ে দৌড় দিতে হবে! ইশ দুনিয়ার কত কাজ পড়ে আছে! অথচ দুনিয়ার কোন কাজটা আল্লাহর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জায়নামাজে কিছুক্ষণ আল্লাহর সাথে একান্ত সময় কাটানোর মাঝপথে আমরা সেই কাজকে দাঁড় করিয়ে দেই?

জায়নামাজে বসে অল্প কিছু মিনিটের যিকির বাকি পুরোটা সময় অন্তরকে ঠাণ্ডা রাখে! এই প্রসেসে খুব মোলায়েমভাবে ভাবে আল্লাহর সাথে কথোপকথন শেষ করে অন্তর দুনিয়াবী কাজে ফিরে যায়। ঠাস-ঠুস করে নামাজটা শেষ করেই দুনিয়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে পরবর্তীতে ঈমানে, অন্তরে আর শরীরে নামাজের মিষ্টতার আমেজ বজায় থাকে না।

নামাজ শেষ করে জায়নামাজে বসেই খুব অল্প সময়ে এমন কিছু আমল করে ফেলা যায়। আমি এখানে আমার প্রিয় কিছু আমলের উল্লেখ করছি ইনশাআল্লহ।

(১):

"রসূল (ﷺ) যখন নামাজ শেষে সালাম ফেরাতেন তখন তিনি **তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ 'আস্তাগফিরুল্লাহ**' বলতেন।

এখানে প্রশ্ন হলো, আমরা এইমাত্র নামাজ পড়লাম! নেকীর একটা কাজ করলাম। তাহলে ভালো একটা কাজের শেষে কেন "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলছি? এটার প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা হচ্ছে, ঈমানদাররা কখনোই কোন ভালো কাজ করে "অনেক কিছু করে ফেললাম" এরকম মনোভাব রাখেন না। আমরা ভালো কিছু করেই সেটা নিয়ে অহংকারী হয়ে যেতে পারিনা। বরং যেই কাজটা করেছি সেটার মধ্যেও যে নিজেদের অজস্র ভুল ত্রুটি রয়েছে—এটা স্বীকার করে নিয়ে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে নিজেদের অপারগতার জন্যে ক্ষমা চাই। রসূল(ﷺ) এর মতন শ্রেষ্ঠ মানুষ যেখানে নামাজ শেষ হতে না হতেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন, সেখানে নামাজ শেষে সেই ক্ষমার আমাদের আরও বেশি প্রয়োজন, কি বলেন? অনেকের ব্যস্ততা এবং বাস্তবতার জন্যে অনেকের পক্ষে জায়নামাজে বেশিক্ষন বসে থেকে যিকির করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের মায়েদের জন্যে। তবে তিন সেকেন্ডে তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলে এই সুন্নাহ পালন করাটা কম-বেশি সবার জন্যে প্রাকটিক্যাল ইনশাআল্লহ।

নামাজ শেষে তিন বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে রসূল(ﷺ) বলতেনঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

"আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আপনিই শান্তি, আপনার কাছ থেকেই শান্তি আসে। আপনি বরকতময়, পরাক্রমশালী এবং মর্যাদা প্রদানকারী।"
(মুসলিম১/২১৮, আবু দাউদ ১/২২১, তিরমিযী ১/৬৬।)

(২)আয়াতুল কুরসী:

اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ "আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু"
আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ "লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম।
তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়।

لَّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ "লাহূ মা-ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ্বি।
আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর।

مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী।
কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ "ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম।
তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন।

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ "ওয়ালা ইয়ুহীতূনা বিশাইইম মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ।
আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ "ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব।
তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে;

وَلَا يَؤُوْدُهُ حِفْظُهُمَا "ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা
আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না।

وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ "ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম
আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।

- *কেমন দারুণ হবে বলুন তো যদি আপনার এবং জান্নাতের মাঝে একমাত্র 'মৃত্যু' ছাড়া আর কোন পর্দাই না থাকে? সুবহানআল্লাহ! এই অসম্ভব সাফল্য অর্জন সম্ভব প্রতি ফরয নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠের মাধ্যমে।*

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে যাওয়া থেকে মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছুই বাঁধা দিতে পারবে না।" (মুসলিম, নাসাঈ)।

(৩):

প্রত্যেকটি দুয়া ৩৩ বার করে,
سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ সুবহা-নাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লা-হু আকবার।
অর্থঃ কতই না পবিত্র-মহান আল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

তারপর বলবে,
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন

কাদীর।
অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পরে এটা বলবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত হয়।(মুসলিম, ১/৪১৮, নং ৫৯৭)

(৪):

ভাবুন তো আল্লাহর খুব স্পেশাল কোন বান্দা যদি আপনার হাত তার হাতের মাঝে রেখে আপনাকে একটা দুয়া শিখিয়ে যায় সেই দুয়াটার একটা অন্যরকম গুরুত্ব থাকবে কিনা? ঠিক তেমনটাই হয়েছিল রসুল(সাঃ) এবং মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) এর মাঝে!

মুআয (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, হে মুআয! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, মুআয তুমি প্রত্যেক নামাজের শেষে এই দুয়াটি পড়া থেকে কখনো বিরত থেকো না- اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 'আল্লাহুম্মা আ-ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।'(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন যেন আমি সবচেয়ে সুন্দরভাবে আপনাকে মনে রাখতে পারি, আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং আপনার ইবাদাত করতে পারি।"

(৫):

শেষের দুয়াটা আমার খুব প্রিয়। আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে একটা মানুষ যা যা চাইতে পারে, তার সবকিছু এক কথায় সারামর্ম করা হয়েছে এই দুয়াটাতে!উম্মে সালামা রা. বলেন, আল্লাহর রসুল (ﷺ) সকালের ফজরের নামাজের সালাম ফেরানোর পরে নিয়মিত এ দুয়াটি পড়তেন, **اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا**

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়ান, ওয়া রিজকান তাইয়্যিবান, ওয়া আমলান মুতাক্কব্বালান।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন জ্ঞান চাই যেটা কল্যাণকর, এমন রিজিক চাই যা পবিত্র ও হালাল। এবং এমন আমল করার তাওফিক চাই যা তোমার দরবারে কবুল হবে।" [ইবনে মাজাহ-৯২৫ নাসায়ি সুনানে কুবরা-৯৯৩০]

সুবহানাল্লাহ! জীবনের ১৫ থেকে ২০ বছর চলে যায় ডিগ্রি অর্জন করে ভালো একটা চাকরির পিছনে ছুটতে ছুটতে! এতো সাধনার সেই জ্ঞান যদি শেষ দিবসে আমাদের উপকারী না হয় এবং সেই জ্ঞানলব্ধ রিজিক যদি পবিত্র ও হালাল না হয় - তাহলে ভয়ঙ্কর লোকসান!! এবং এই দুই অর্জনের মধ্যবর্তী সময়ে যা যা আমল করছি সেটাও যদি রিয়াহ, হিংসা গীবত দিয়ে ধ্বংস করে ফেলি-- আর আল্লাহর দরবারে দেউলিয়া ফকির হয়ে উপস্থিত হই, তাহলে দুনিয়া-আখিরাত দুইটাই বরবাদ! সেজন্যেই এই দুয়াটা আমার কাছে বেস্ট!

প্রতিটা দুয়ার সহীহ উচ্চারণ বুঝে নিবার জন্যে আরবীটা দেখে নিবার অনুরোধ রইলো সবাইকে (কমেন্টে দুয়াগুলোর আরবি টেক্সট পাবেন ইনশা-আল্লহ)।

আল্লাহ আমাদের নামাজ, দুয়া এবং ইবাদতগুলোর মাধ্যমে আমাদের জন্যে কল্যাণের দরজা খুলে দিক. আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত কবুল করে নিক! আমিন!

উপসংহারঃ

আমার উস্তাদাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "উস্তাদা! কীভাবে নামাজের মধ্যে আল্লাহকে মনে রাখবো? শয়তান যে বার বার আমাকে ভুলিয়ে দেয়!" তখন উস্তাদা খুব দামী একটা কথা বললেন যে, "নামাজের ভিতর আল্লাহকে মনে রাখতে হলে নামাজের বাইরে আল্লাহকে মনে রাখতে হবে!" সুবহানআল্লাহ! নামাজের বাইরে আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণ না করলে, নামাজের ভিতরেও তা আসবে না—এই সহজ সূত্রটা আমরা বুঝি না। আজকে আমরা এমন কিছু অনুশীলনের কথা জানব যেগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের নামাজকে আরও মধুর করবে ইনশাআল্লহ।

- নামাজ শুরু সময় হবার দশ-পনেরো মিনিট আগে থেকেই নিজ নিজ কাজ থেকে উঠে নামাজের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করা। কারণ, দেখা যায়, তুমুল চিন্তার ঝড় নিয়ে দুনিয়াবী একটা কাজ করছি। আযান শুনে কোনমতে সেই কাজ থেকে উঠে ফট করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। অথচ তখনো মাথায় ঐ দুনিয়াবী কাজের কথাই ঘুরছে! নামাজ শুরুর ১০ মিনিট আগে সোশাল মিডিয়া থেকে লগ-আউট করুন, লিখার কলমটা নামিয়ে ফেলুন, বই বন্ধ করে ফেলুন, মাজলিশ থেকে উঠে পড়ুন। চলে যান ওযু করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে। নামাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে কানেক্টেড হবার জন্যে নামাজের বাইরের অন্য সব কিছুর সাথে ডিসকানেক্টেড হওয়া জরুরি।
- নামাজের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় আমাদের উচিত সুন্দর একটা কাপড় পরা। আমরা বাসার মশলা-ময়লা মাখানো কাপড়টা পরেই নামাজে দাঁড়িয়ে যাই। নামাজে মনোযোগ না থাকার এটাও একটা কারণ। যে কোন অফিসের মিটিং এ আমরা কত সুন্দর পরিপাটি হয়ে যাই। অথচ এটা হচ্ছে আমাদের আল্লাহর সাথে মিটিং - দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং! পরিপাটি হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়াটাও অন্তরের উপর একটা রুহানী প্রভাব ফেলে।

  আমার উস্তাদা কিছু সুন্দর সুন্দর নতুন লং ড্রেস আলাদা করে রাখতেন শুধুমাত্র নামাজের সময় পরার জন্যে। এই জামাগুলো ছিল সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির, দামী এবং দেখতেও বেশ! এগুলো তিনি অন্য কোথাও পরতেন না। কেবল আল্লাহর সাথে মিটিং এর সময় পরতেন! এতে মানসিকভাবে তিনি প্রস্তুত হতেন যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারো সামনে দাঁড়ানোর জন্যে রেডি হচ্ছেন! এতে নামাজের মনোযোগ বেড়ে যেত।
- ওযু এবং নতুন এবং সুন্দর নামাজের কাপড় পরিধান পর্ব শেষ। এবার জায়নামাজে বসে একটু যিক্‌র করা যায়। সিম্পলী বলুন, "আল্লাহ! আমি আপনার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি! আমাকে নামাজের মিষ্টি স্বাদ অনুভব করার তাওফিক দিন"।
- যেই সূরাগুলি নামাজে পড়া হবে এই সময়ে সেগুলো ঠিক করে নেওয়া যায়। ফোনের কুরআন App খুলে চট করে ছোট সূরাগুলোর অর্থ পড়ে নেওয়া যায়। ফোনে অর্থ পড়তে গিয়ে অন্য এপে গিয়ে অমনোযোগী হবার সম্ভাবনা থাকলে বাসার কুরআনের হার্ডকপি থেকে সূরা গুলোর অর্থ দেখে নেওয়া যায়। তাহলে সূরা পাঠের সময় নামাজে মনোযোগ থাকবে এবং কোন সূরার পর কোনটা পড়বো এটা নিয়ে নামাজের মাঝে চিন্তা করতে হবেনা।
- আমরা সাধারণত যেসব সূরাহ, তাসবীহ, দুয়া ইত্যাদি নামাজের মধ্যে পড়ে থাকি, সেগুলোর অর্থ জেনে নেওয়া। সেজন্যে "নামাজে মন ফেরানো" এই সিরিজটা পুরোটাই আপনারা নিয়মিত রিভিউ করবেন। এই সিরিজটি এমন একটি লিখা যেটার কাছে আমাদের বারবার ফিরে আসতে হবে। প্রতিনিয়ত চর্চা করে যেতে হবে। যতবার আপনার মনে হবে শায়তান নামাজ থেকে মনকে সরিয়ে দিচ্ছে, ততবার এই সিরিজের লিখাগুলোর কাছে ফিরে আসুন। এই সিরিজের পর্বগুলো বার বার পড়ুন, পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলুন, আপনার প্রিয় জনদেরকেও শিখিয়ে দিন। তারাও যেন নামাজে মধুর স্বাদ পায়। অথবা আপনাদের কাছে এর থেকে ভালো রিসোর্স থাকলে সেখান থেকে পড়ুন।
- জায়নামাজে দাঁড়িয়ে হাত বাঁধার আগে চিন্তা করাঃ "এটাই যদি আমার জীবনের শেষ নামাজ হয়, তাহলে আমি নামাজটা কীভাবে পড়তাম?" দেখবেন নামাজের কোয়ালিটি বেড়ে যাচ্ছে।
- নামাজের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হাত-পা নাড়ানো উচিত না। যত কম অহেতুক নাড়াচাড়া করবেন, তত বেশি নামাজে মনোযোগ বাড়বে। মাঝে মাঝে বোনেদেরকে দেখি, নামাজের

মধ্যে বার বার মাথার ঘোমটা বা হিজাব ঠিক করছেন।

আমাদের বোনেদের উচিত হিজাবটা সুন্দর করে টাইট করে বেঁধে তবেই নামাজে দাঁড়ানো। যেন নামাজের মধ্যে বার বার হিজাব ঠিক করতে না হয়। এমন কাপড়ের হিজাব আমরা পরবো না যেটা পিচ্ছিল বা সিল্ক জাতীয় এবং এর ফলে বার বার মাথা থেকে পড়ে যেতে চাইবে এবং নামাজের মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটাবে।

- নামাজের মধ্যে চোখের দৃষ্টি সিজদার জায়গার দিকে স্থির রাখা উচিত। আড়চোখ করে এদিকে সেদিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা নামাজের কোয়ালিটিকে বাড়িয়ে দিবে।
- নামাজের শেষ করে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে একটু যিকির করা। নামাজ শেষে পড়ার জন্যে দুয়া-যিকির নিয়ে আমরা পর্ব ১০ এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
- নামাজ শেষে নিজেকে জিজ্ঞেস করা, যেই নামাজটা মাত্র পড়লাম এটা কি আল্লাহর দরবারে পেশ করার মতন? এই নামাজ কি কবরে আমার জন্যে আলো হয়ে আসবে? নাকি যারা নামাজের হক আদায় করতে পারেনি তাদের নামাজের মতন আমার নামাজকেও পোঁটলায় ভোরে আমার মুখে ছুঁড়ে ফেলা হবে? আমি পরের বার আমার নামাজকে আরো সুন্দর করতে কী করতে পারি?

★ সর্ব প্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে। তাতে হয় সে মুক্তি পাবে অথবা ধ্বংস হবে। রসূল (ﷺ) বলেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। [তিরমিযি:২৭৮]

★ রসূল (ﷺ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহর নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয় ? তিনি বলেন-সময় মত সালাত আদায় করা, আবার জিজ্ঞাসা করা হল তার পর কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন-মাতা পিতার সাথে সদাচরন করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তার পর কোনটি? উত্তরে বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" [বুখারী:৪৯৬]

★ "তুমি বেশি করে আল্লাহর জন্য সিজদা-সালাত আদায় করতে থাক, কারণ তোমার প্রতিটি সিজদার কারণে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাফ করবেন।" [মুসলিম:৭৩৫]

★"এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই তা কঠিন কিন্তু বিনীতগণের জন্যে নয়। যারা ধারণা করে যে নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তারই দিকে প্রতিগমন করবে।" [সুরা বাকারাহ : ৪৫,৪৬]

★ "মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভীতির সাথে দণ্ডায়মান হয়।" [সূরা মুমিনঃ ১-২]।

অতঃপর বলেন: "আর যারা তাদের সালাতে যত্নবান, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ-যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে।" [সুরা আল-মোমিন: ৯,১০,১১]

ইয়া রাব্বুল আলামিন! আমাদেরকে এমন ভাবে সালাত আদায়ের তাওফিক দিন যেটা আমাদের দ্বীন, দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্যে কল্যাণের উৎস হয় এবং আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জনের উসিলাহ হয়! আমিন।

প্রতিটা কথা আমার নিজের জন্যে সবার আগে রিমাইন্ডার। আমার এই সম্পূর্ণ সিরিজে যা কিছু ভালো পুরোটাই আল্লাহর তরফ থেকে এবং এখানের ভুলত্রুটিগুলো আমার এবং শায়তানের তরফ থেকে। আপনারা উপকৃত হলে আমার জন্যে দুয়ার দরখাস্ত রইলো।

"নামাজে মন ফেরানো সিরিজ" এর সমাপ্তি আলহামদুলিল্লাহ ...

- **"Meaningful Prayer Course" by Shaykh Abdul Nasir Jangda**.
  লিখাগুলো ঐ কোর্সের শিক্ষা এবং নোটস থেকে নিয়ে শেয়ার করা।

"নামাজে মন ফেরানো সিরিজ" এর মূল লেখিকাঃ **শারিন সফি অদ্রিতা**

সম্পাদনা,সংকলন ও পরিমার্জনঃ **নেয়ামতউর রহমান**

nayamat.rahman26@gmail.com